দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

38

রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি

যশোর বোর্ডের ২৩ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

যশোর ব্যুরো ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারিতে জড়িত ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে চাকরিচ্যুতিসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বুধবার কেটিচাঁদপুরে একটি রেস্ট হাউজে শিক্ষা বোর্ড কমিটির এক বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত নেযা হয়। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি শেষ হয় বেশ রাতে।

শিক্ষা বোর্ডের একটি দায়িত্বশীল সূত্রে জানা যায়, বোর্ড কমিটির বৈঠকে একটিই মাত্র আলোচ্য সূচী ছিল। তা হল ঃ রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা ও তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ। চল্লিশ পৃষ্ঠার তদন্ত রিপোর্ট বোর্ড কমিটির সদস্যরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যে ২৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয় তাদের মধ্যে বরখাস্ত করা হয়েছে ৫ জনকে। এদের মধ্যে রয়েছেন ৪ জন এল ডি ক্লার্ক এবং ১ জন ইউ ডি ক্লার্ক। বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়েছে একজন ডেপুটি কন্ট্রোলারকে। বাকি ১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে সাময়িক বরখাস্তকৃতরা আছেন। তেমনি কয়েকজনের বেতন বন্ধ এবং ইনক্রিমেন্ট বন্ধ রাখা হয়েছে। শো'কজ প্রদানেরও সিদ্ধান্ত হয়েছে এদের বিরুদ্ধে। জবাব পাবার পর পরবর্তীতে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৯৯৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার আগে শিক্ষা বোর্ডের ওইসব কর্মকর্তা-কর্মচারী কিছু স্কুলের প্রধান শিক্ষকের যোগসাজশে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দেন। বিনিময়ে নেয়া হয় একেকজনের কাছ থেকে পাঁচ থেকে সাত হাজর টাকা করে। এ বিষয়টি প্রথমে দৈনিক বাংলায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের প্রিন্ট আউট (বিবরণী) কম্পিউটার প্রসেসকালে একের পর এক ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা ধরা পড়ে। ভুয়া রেজিস্ট্রেশনের ঘটনাটি

(৮-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

যশোর বোর্ডের ২৩ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ছিল বেশ পরিকল্পিত। শিক্ষা বোর্ডের মঞ্জুরি কমিটি এবং শিক্ষা বোর্ড কমিটির অনুমোদন ছাড়াই ১৯৯৪ সালের মার্চ থেকে চলতি বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ১শ' ২৪টি মাধ্যমিক স্কুলের স্বীকৃতি দেয়া হয়। দেখা যায়, ওইসব স্কুলের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শিক্ষা বোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি বিষয়টির তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেন সম্প্রতি। তারই ভিত্তিতে শিক্ষাবোর্ড কমিটি ২৩ জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তদন্ত চলাকালেই শিক্ষা বোর্ড প্রাথমিকভাবে ৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। যে ২৩ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তারা বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন শাখা ছাড়াও মাধ্যমিক শাখায় কর্মরত ছিলেন। রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারিতে জড়িত ৩শ' ৮৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেও ইতিমধ্যে শিক্ষা বোর্ড বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি বরাবর পত্র লিখেছে। পরিচালনা কমিটি ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে শিক্ষা বোর্ড এ ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে। উল্লেখ্য, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়েও একই ধরনের কেলেংকারি ঘটে। শিক্ষা বোর্ড ওই ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে।